শব্দের শ্রেণিবিভাগ-০২

তানহি খান তানহা

বিভিন্ন বিসিএসে আসা প্রশ্ন বিশ্লেষণ

১-বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দ?- ৪৬ বিসিএস

২- কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?- ৪৬ বিসিএস

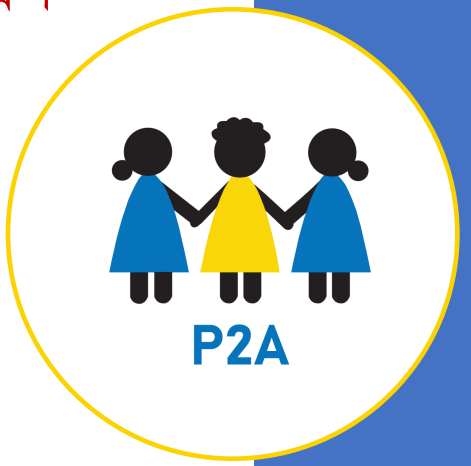

বিভিন্ন বিসিএসে আসা প্রশ্ন বিশ্লেষণ

১- নিচের কোনটি যৌগিক শব্দ? উ: মিতালি -৪৫ বিসিএস

২- ‘কলম’ শব্দটি ‘কলমোস’ থেকে এসেছে। ‘কলমোস’ কোন ভাষার শব্দ? -৪৫ বিসিএস

৩- নিচের কোনটি তৎসম শব্দ? -৪৪ বিসিএস

৪- ‘হরতাল’ কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? -৪৪ বিসিএস

৫- ‘আসমান’ কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? -৪৩ বিসিএস

৬- বাবা কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? -৪২ বিসিএস

৭- গির্জা কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? -৪০ বিসিএস

৮- জোছনা কোন শ্রেণির শব্দ? -৪০ বিসিএস

বিভিন্ন বিসিএসে আসা প্রশ্ন বিশ্লেষণ

১-‘হেড মৌলভি’ কোন কোন ভাষার শব্দ যোগে গঠিত হয়েছে? -৩৬ বিসিএস

২- কোনটি মৌলিক শব্দ? -৩৭ বিসিএস

৩- গিন্নি কোন ভাষার শব্দ? -৩৮ বিসিএস

৪- বাবা কোন ভাষার শব্দ? -৩৮ বিসিএস

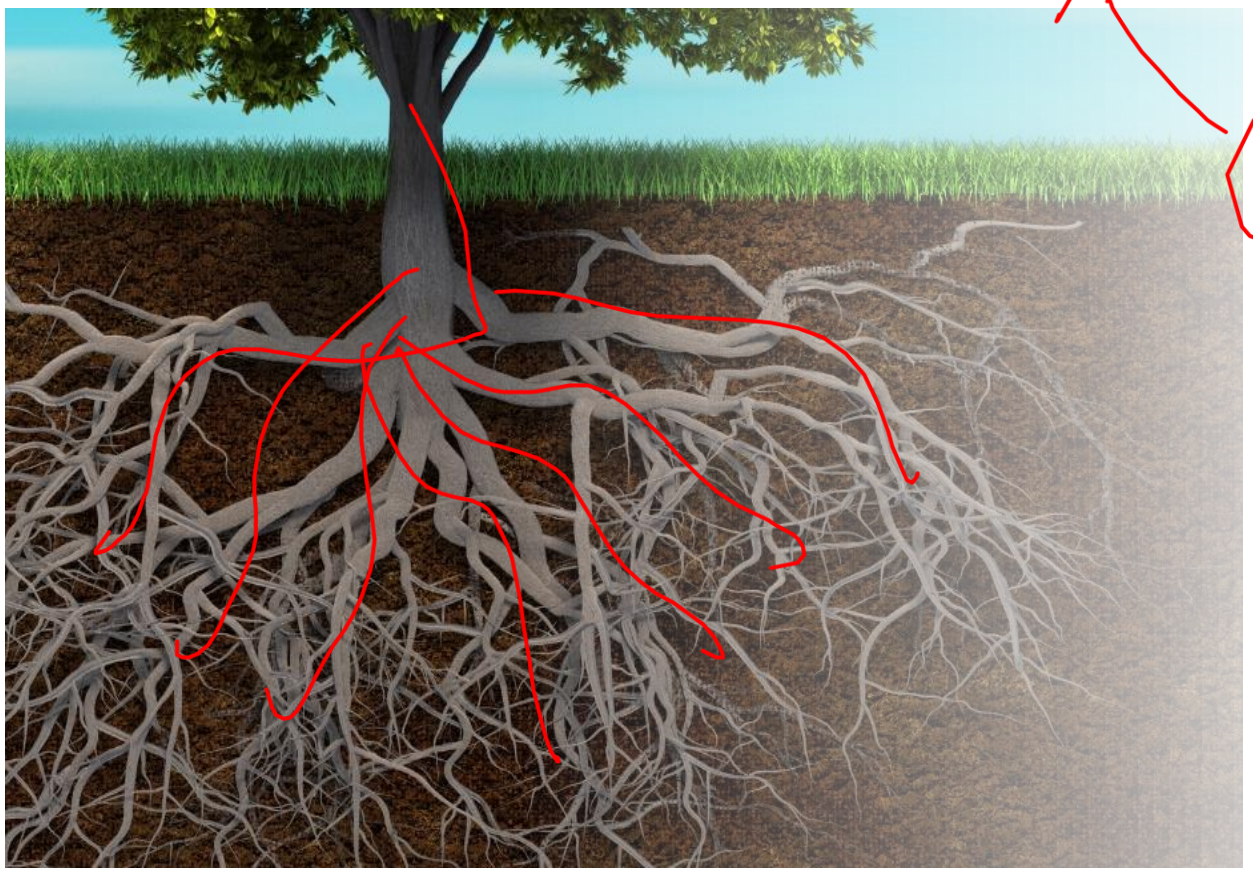

আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়

উৎপত্তি অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ

উৎপত্তি অনুসারে শব্দকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে

(নতুন বইতে ৪ প্রকার)

- তৎসম
- অর্ধ-তৎসম
- তদ্ভব
- দেশি
- বিদেশি

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে

- তদ্ভব শব্দ-৬০%
- তৎসম-২৫%
- অর্ধ-তৎসম-৫%
- দেশি-২%
- বিদেশি-৮%

তৎসম শব্দ

যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় চলে এসেছে সে সব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ

THE SANSKRIT ALPHABET

The Sanskrit alphabet is organized as follows, reading from left to right:

Vowels (when not combined with consonants)

अ a	आ ā	इ i	ई ī	उ u	ऊ ū
ऋ ṛ	ॠ ṝ	ऌ ḷ			
ए e	ओ o	ऐ ai	औ au		

Consonants (with inherent vowel *a*)

Velar:	क ka	ख kha	ग ga	घ gha	ङ ṅa
Palatals:	च ca	छ cha	ज ja	झ jha	ञ ña
Cerebrals:	ट ṭa	ठ ṭha	ड ḍa	ढ ḍha	ण ṇa
Dentals:	त ta	थ tha	द da	ध dha	न na
Labials:	प pa	फ pha	ब ba	भ bha	म ma
Semivowels:	य ya	र ra	ल la	व va	
Sibilants:	श śa	ष ṣa	स sa		
Aspirate:	ह ha				

(Add-on signs:) ं ṃ (anusvāra) : ḥ (visarga)

P2A

নিয়ম-১

ঈ, ঊ, ঋ, ণ, ষ, ষ্ণ, ক্ষ, ক্ষ্ম, হ্ন

যুক্ত শব্দ তৎসম শব্দ।

তৎসম শব্দ

লবণ, ব্যাকরণ

ঋণ, নীল

নদী, মেধাবী

কৃষ্ণ, সূত্রধর

ব্যতিক্রম: পোষা, বোষ্টম, কেষ্ট, খ্রিষ্ট,

(অ-তৎসম)

P2A

৪৪ বিসিএস

নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?

ক) পছন্দ

খ) হিসাব

গ) শৌখিন

ঘ) ধূলি

নিয়ম-২: তৎসম উপসর্গ ২০ টি দ্বারা গঠিত শব্দ তৎসম শব্দ

প্র, পরা, অপ, সম...

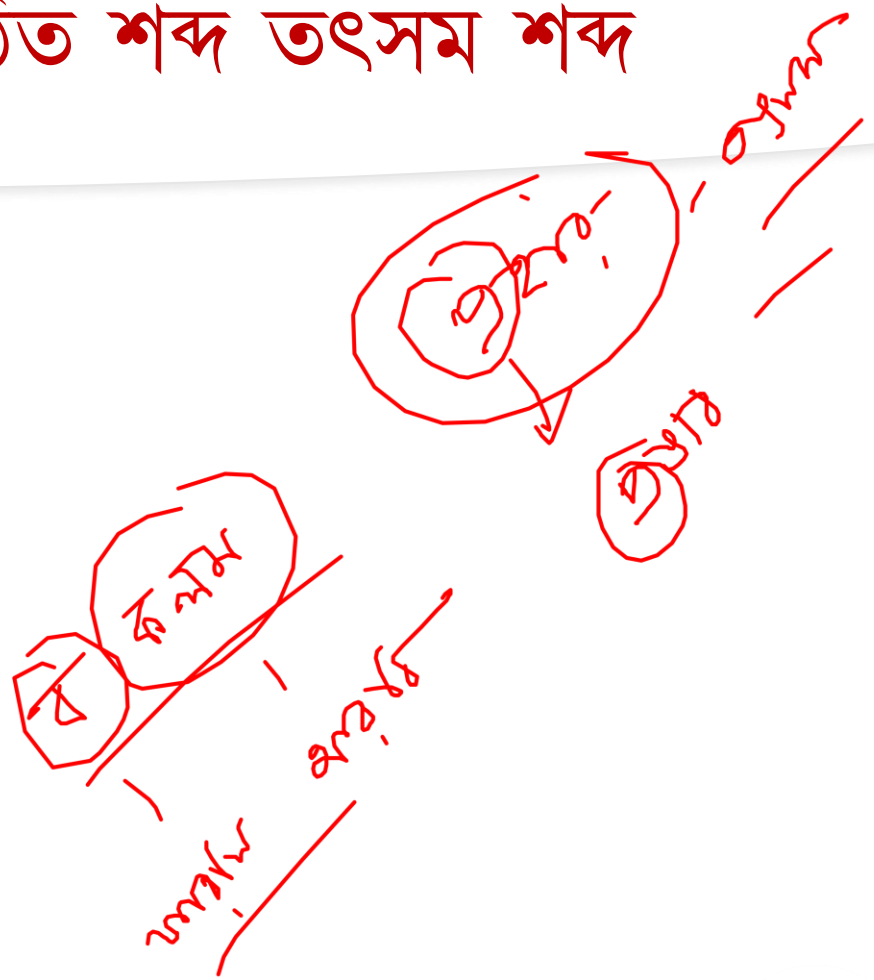

নিয়ম-২: তৎসম উপসর্গ ২০ টি দ্বারা গঠিত শব্দ তৎসম শব্দ

প্র - প্রভাব, প্রতাপ

প্র - প্রসিদ্ধ

প্রশ্নোত্তর পর্ব

নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?

ক) হামলা

খ) তোয়ালে

গ) প্রসার

ঘ) যিশু

P2A

নিয়ম-৩

তৎসম প্রত্যয় গঠিত শব্দ

তব্য, অনীয়

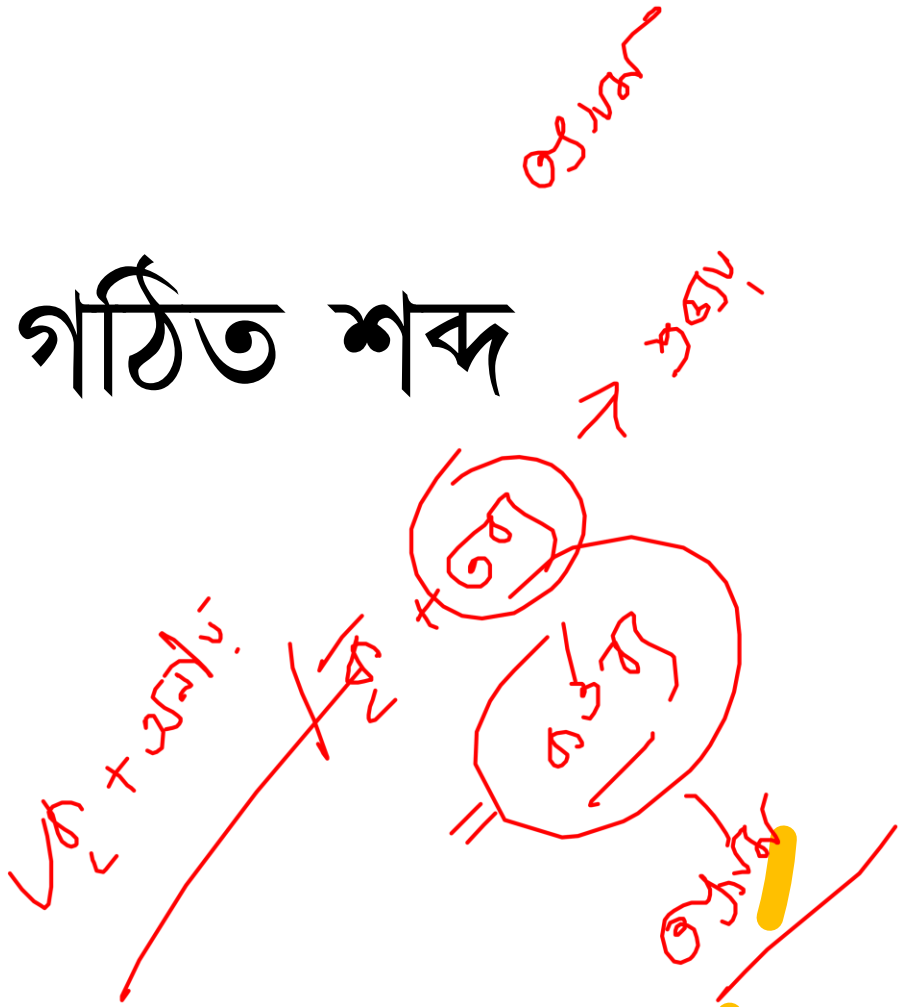

P2A

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ

P2A

নিয়ম-৫

সকল ক্রমবাচক শব্দ তৎসম শব্দ।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?

ক) হারিকেন

খ) বাবা

গ) নাগরিক

ঘ) কর্তব্য

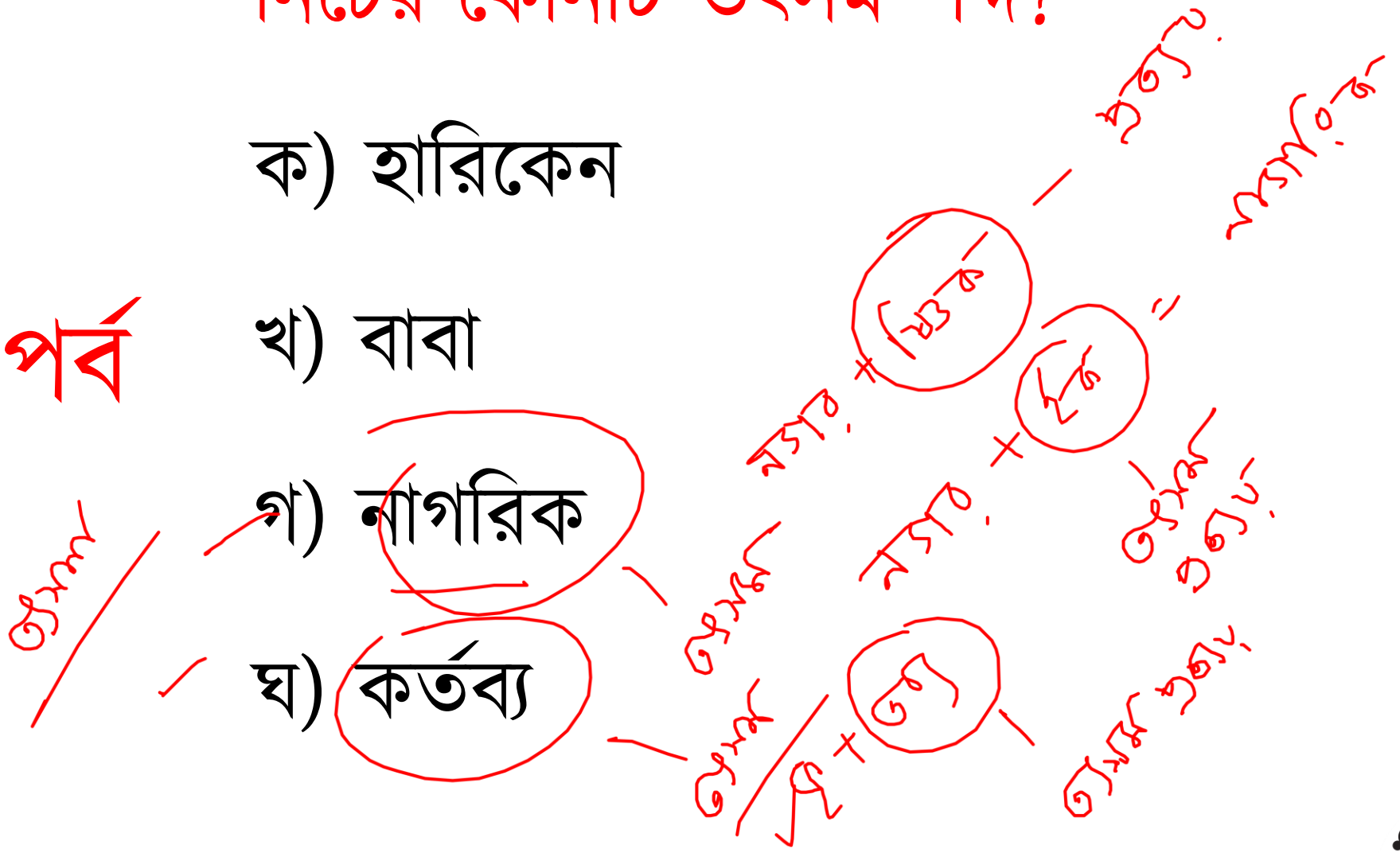

P2A

নিয়ম-৬

যুক্তবর্ণ দ্বারা গঠিত অধিকাংশ শব্দ। যেমন- ক্ষ্য, জ্ঞ, চ্ছ্ব, জ্ঝ, জ্ঞ, ঞ্ছ।

রেফ, ৬ টি ফলা।

P2A

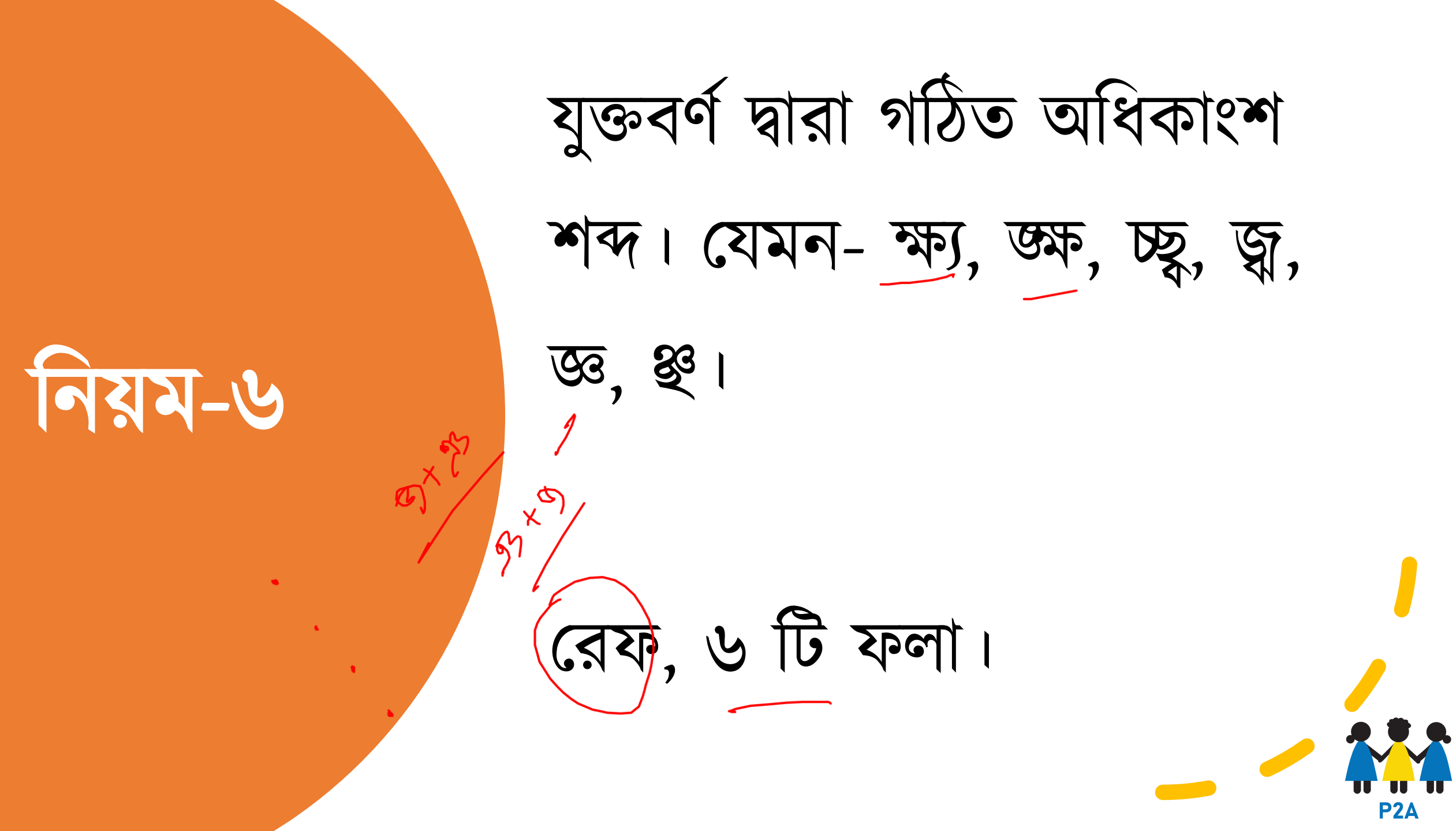

রেফ

সূর্য, বর্ণ, সুকর্ণ, স্বর্ণ,
কর্মকার, সর্ব, সর্প।

ঋ- কার

গৃহ, কৃষ্ণ, বৃষ্টি,

কৃপণ, তৃণ, সর্প

P2A

নিয়ম-৭

অপেক্ষাকৃত পুরাতন রুপ তৎসম শব্দ

কান

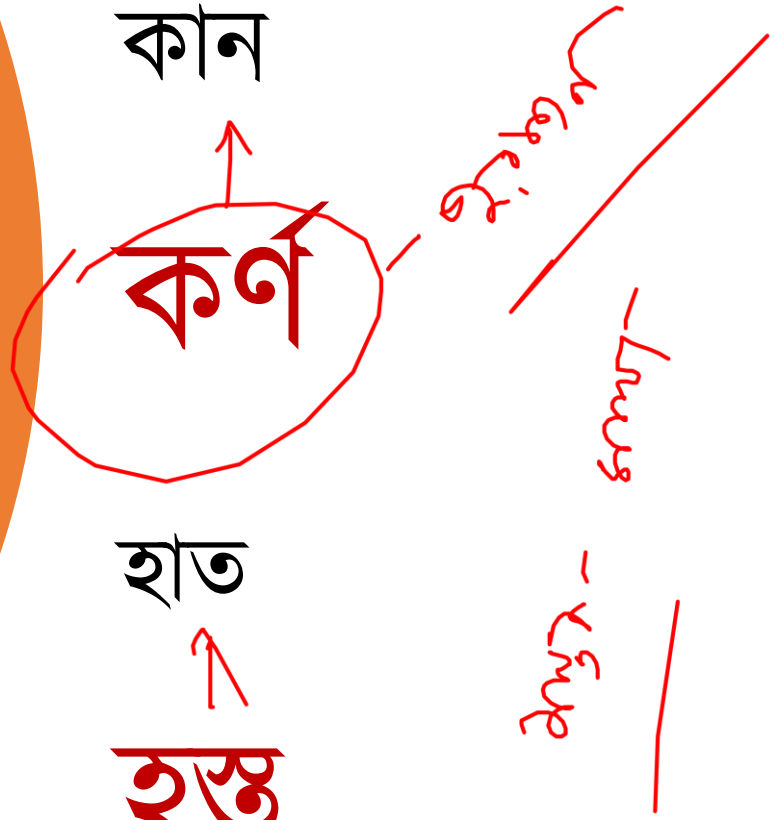

হাত

হস্ত

নিয়ম-৮

বিসর্গযুক্ত শব্দ গুলো এবং বিসর্গসন্ধি সাধিত শব্দগুলো তৎসম শব্দ।

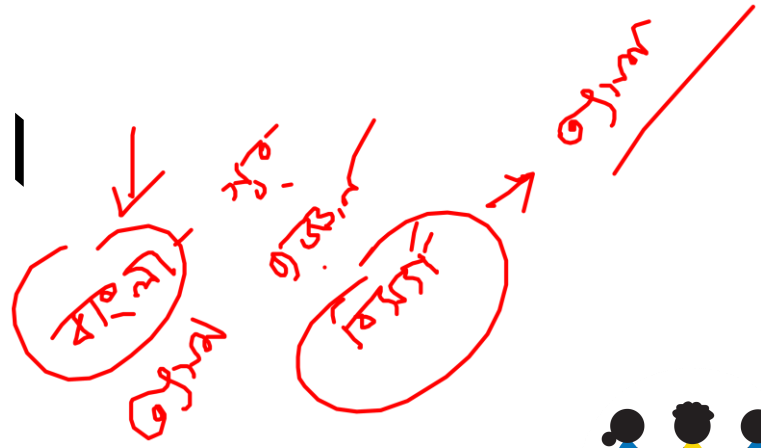

P2A

নিয়ম-০৯

বহুবচনবাচক গণ, বৃন্দ, আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর প্রভৃতি থাকলে শব্দ তৎসম শব্দ হয়।

P2A

নিয়ম-১০

‘ৎ' যুক্ত সকল শব্দই তৎসম।

যেমন: ইন্দ্রজিৎ, উৎকণ্ঠা, উৎকৃষ্ট, উৎপাত, কিঞ্চিৎ, কুৎসিত, ঘৃৎকার, চিৎকার, জ্যোৎস্না, তৎসম, তৎপর।

ব্যতিক্রম: উৎকপালি (বাংলা), গৎ (হিন্দি), নাৎসি (জার্মান), পিৎজা (ইতালি)।

P2A

নিয়ম-১১

১০ দিক সম্পর্কিত সকল শব্দ তৎসম

যেমন: উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান, নৈঋত

নিয়ম-১২

সনাতন ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ তৎসম শব্দ। ব্রাহ্মণ, দেবতা, দেবী, মন্দির, পূজা ইত্যাদি।

P2A

নিয়ম-১২

বাংলা ১২ মাসের নাম, ৬ ঋতুর নাম, বাংলা ৭ দিনের নাম তৎসম শব্দ।

নবম-দশম বই

চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র,

ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য

হস্ত, চর্মকার, জ্যোৎস্না,

শ্রাদ্ধ, গৃহিণী, বৈষ্ণব,

কুৎসিত

P2A

শিক্ষক-ছাত্র

pvr pictures presents
aamir khan productions'
tAAre
zameeN
Par
EVERY CHILD
IS SPECIAL
duced & directed by aamir khan
w.taarezameenpar.com
PVR

P2A

তৎসম শব্দ চেনার কৌশল

১। প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুযায়ী **'ঈ ঊ ঋ এবং এ তিনটি বর্ণের কারচিহ্ন 'ী, ূ, ৃ'**- যুক্ত সব শব্দই তৎসম শব্দ এবং **মূর্ধন্য-ণ, ষ, ঋ, খণ্ড-ত (ৎ)** যুক্ত সব শব্দ তৎসম।

২। যেসব শব্দের পূর্বে প্র, পরা, অপ, সম, অব, অনু, নির(নিঃ), দুর(দুঃ), উৎ, অধি, পরি, প্রতি, উপ, অভি, অতি প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত থাকে সেগুলো তৎসম শব্দ হবে।

৩। ক্ত্র, ক্ষ, ক্ষ, ক্ষ্ণ, ক্ষ্য, ক্ষ্ম, ক্ষ্ম্য, গ্ধ, গ্ন্য, গ্ম, ঘ্ন, ঙ্ক্ষ, ঙ্ম, চ্ছ্ব, চ্ছ্র, জ্ঞ, জ্ঞ, ঞ্ছ, দ্র, ত্ত্ব, ত্ম্য, ত্র্য, দ্ব্য, দ্ম, ধ্ন, ধ্ম, ন্ত্য, ন্ত্ব, ন্ত্র, ন্ত্র্য, ন্দ্ব, ন্ধ্য, ন্ধ্র, ন্ন্য, ল্ম, শ্ছ, শ্ম, ষ্ক্র, ষ্ট্য, ষ্ট্র, ষ্ব, স্ম, স্ত্য, স্থ্য, হ্ন্য, হ্ম, হ্ল ইত্যাদি যুক্তবর্ণ কেবল তৎসম শব্দে দেখা যায়। অতএব এমন যুক্তবর্ণ-যুক্ত শব্দ তৎসম।

৪। **বিসর্গযুক্ত শব্দগুলো এবং বিসর্গসন্ধিসাধিত** শব্দগুলো তৎসম শব্দ।

৫। বহুবচনবাচক **গণ, বৃন্দ, মণ্ডলী, বর্গ, আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি** প্রভৃতি থাকলে শব্দ তৎসম হয়।

৬। **সমাসবদ্ধ বেশিরভাগ শব্দ তৎসম শব্দ হয়**। পদের একটি অংশ তৎসম জানা থাকলে অপর অংশটি এবং সমস্তপদটিও তৎসম হয়। যেমন চন্দ্রমুখ শব্দে চন্দ্র অংশটি তৎসম জানা থাকলে বলা যায় 'মুখ' এবং 'চন্দ্রমুখ' শব্দদ্বয়ও তৎসম।

০৭। **সংস্কৃত উপসর্গ, সংস্কৃত প্রত্যয়** দ্বারা গঠিত শব্দ তৎসম শব্দ। যেমন : কর্তব্য, দ্রষ্টব্য, ভবিতব্য, করণীয়, দর্শনীয় প্রভৃতি তৎসম।

০৮। শব্দের শেষে তা, ত্ব, তর, তম, বান, মান, এয়, প্রভৃতি থাকলে সাধারণত শব্দগুলো তৎসম হয়।

০৯। **সনাতন ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ** তৎসম শব্দ হয়। - ব্রাহ্মণ, দেবী, দেবতা ইত্যাদি।

১০। ১০ দিক, ১২ মাস, ৬ ঋতু, ৭ দিনের নাম তৎসম শব্দ।

১১। ভূ-মণ্ডল সম্পর্কিত কিছু শব্দ তৎসম শব্দ। যেমন- চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, শশী, জ্যোৎস্না, ভূ-মণ্ডল ইত্যাদি।

অর্ধ-তৎসম শব্দ

যে সকল সংস্কৃত শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় অর্ধ-তৎসম শব্দ।

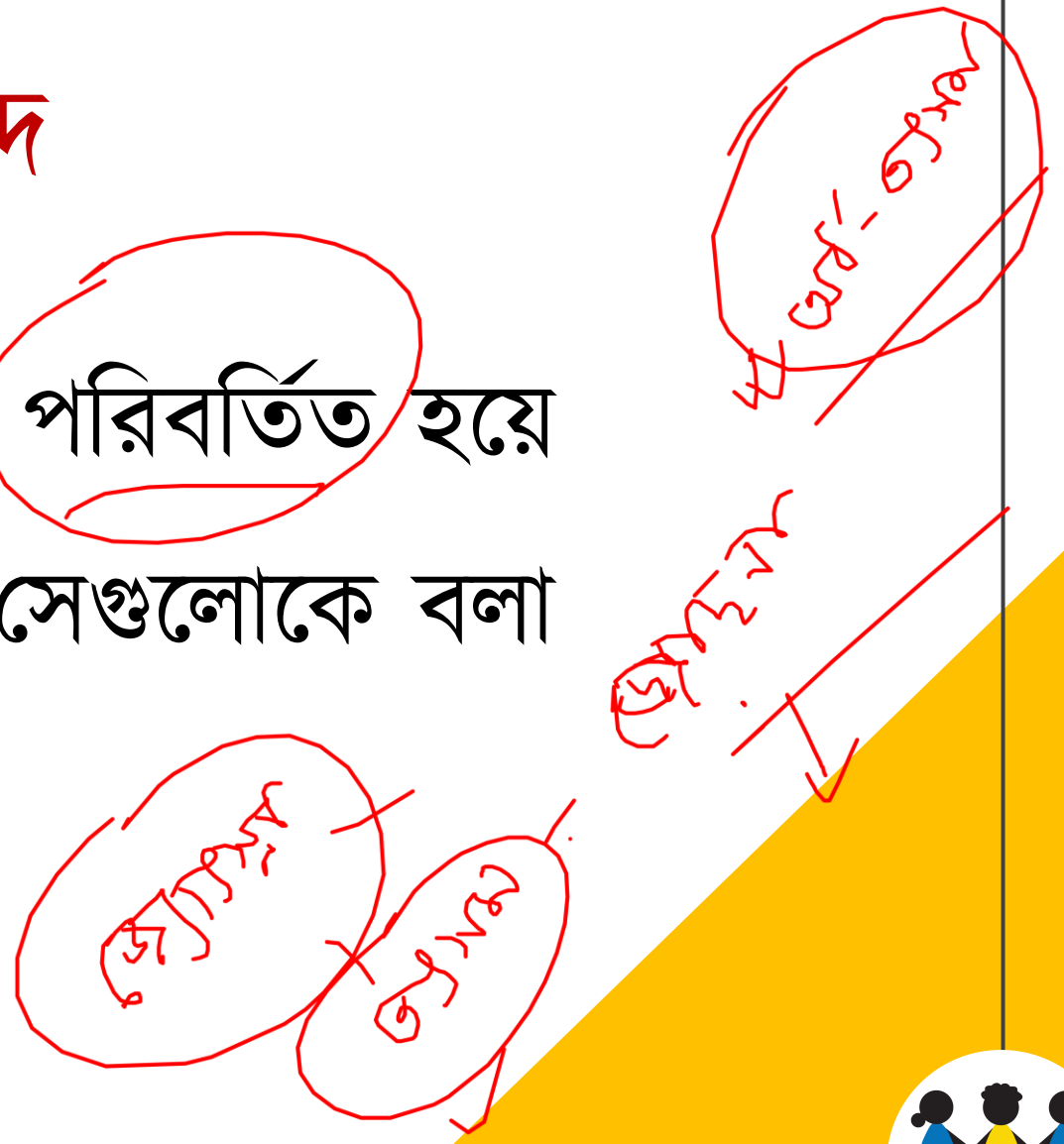

P2A

অর্ধ-তৎসম শব্দ

তৎসম	অর্ধ তৎসম	তৎসম	অর্ধ তৎসম
জ্যোৎস্না	জোছনা	গৃহিণী	গিন্নি
শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ	বৈষ্ণব	বোষ্টম
বৈদ্য	বদ্দি	বিষ্ণু	বিষ্টু
পুরোহিত	পুরুত	শ্রীদাম	ছিদাম
রৌদ্র	রোদ্দুর	বৃহস্পতি	বেস্পতি
গ্রাম	গেরাম	শ্রী	ছিরি
মিত্র	মিত্তির	ঘৃণা	ঘেন্না

অর্ধ-তৎসম শব্দ

তৎসম	অর্ধ-তৎসম	তৎসম	অর্ধ-তৎসম
রাজপুত্র	রাজপুত্তুর	গৃহিণী	-গিন্নি
কুৎসিত	-কুচ্ছিত	শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ
প্রণাম	পেন্নাম	মহোৎসব	মোচ্ছব
চক্ষু	চোখ	গাত্র	গতর
রৌদ্র	রোদ্দুর	বৃহস্পতি	বেস্পতি
সাধ্য	সাধ্যি	মিত্র	মিত্তির
কৃষ্ণ	কেষ্ট	নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন

প্রশ্নোত্তর

নিচের কোনটি তৎসম শব্দ নয়?

ক) নক্ষত্র

খ) প্রভাব

গ) দন্ত

ঘ) জোছনা

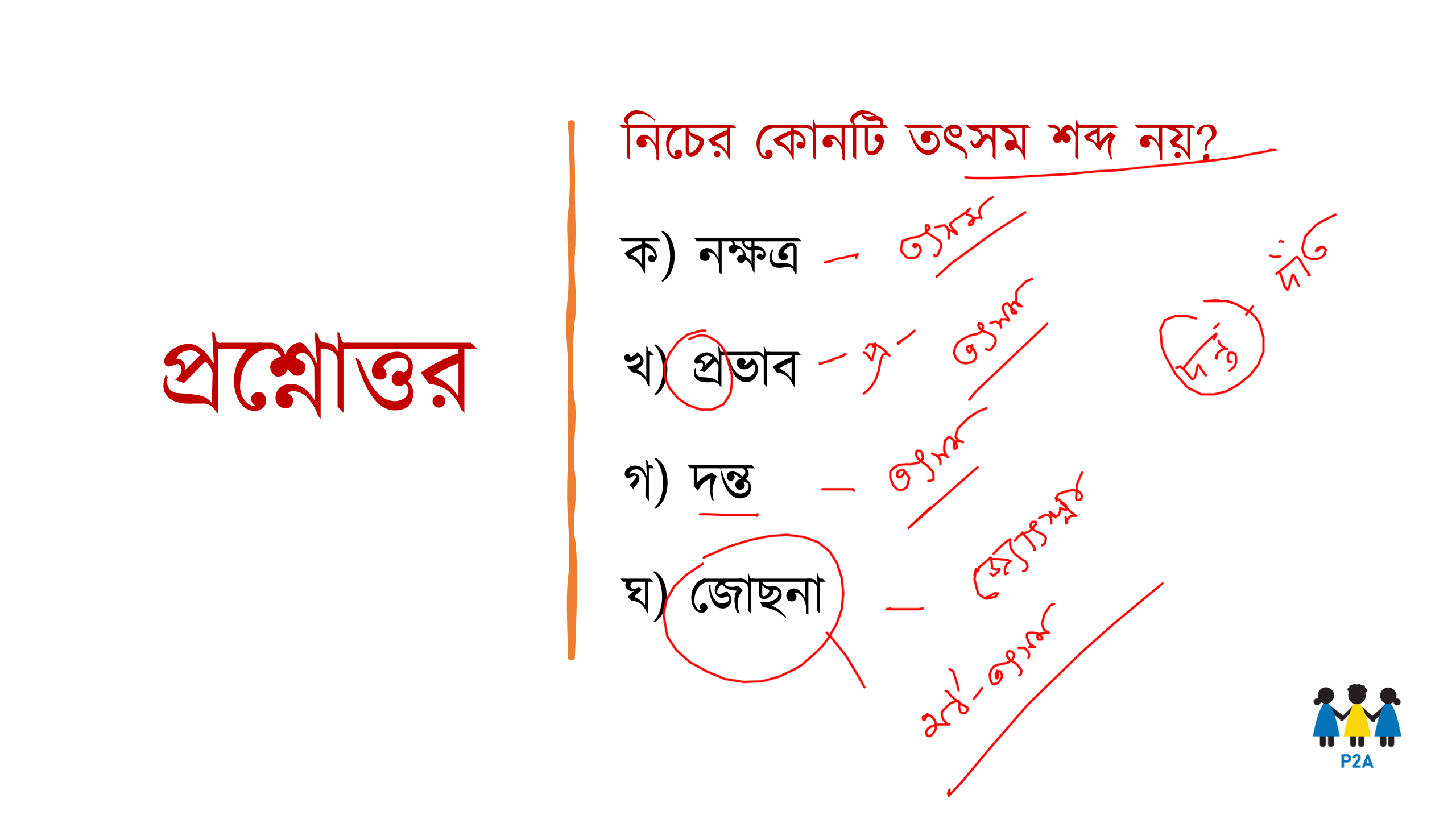

P2A

তদ্ভব শব্দ

তৎ+ ভব= তা থেকে উৎপন্ন ।

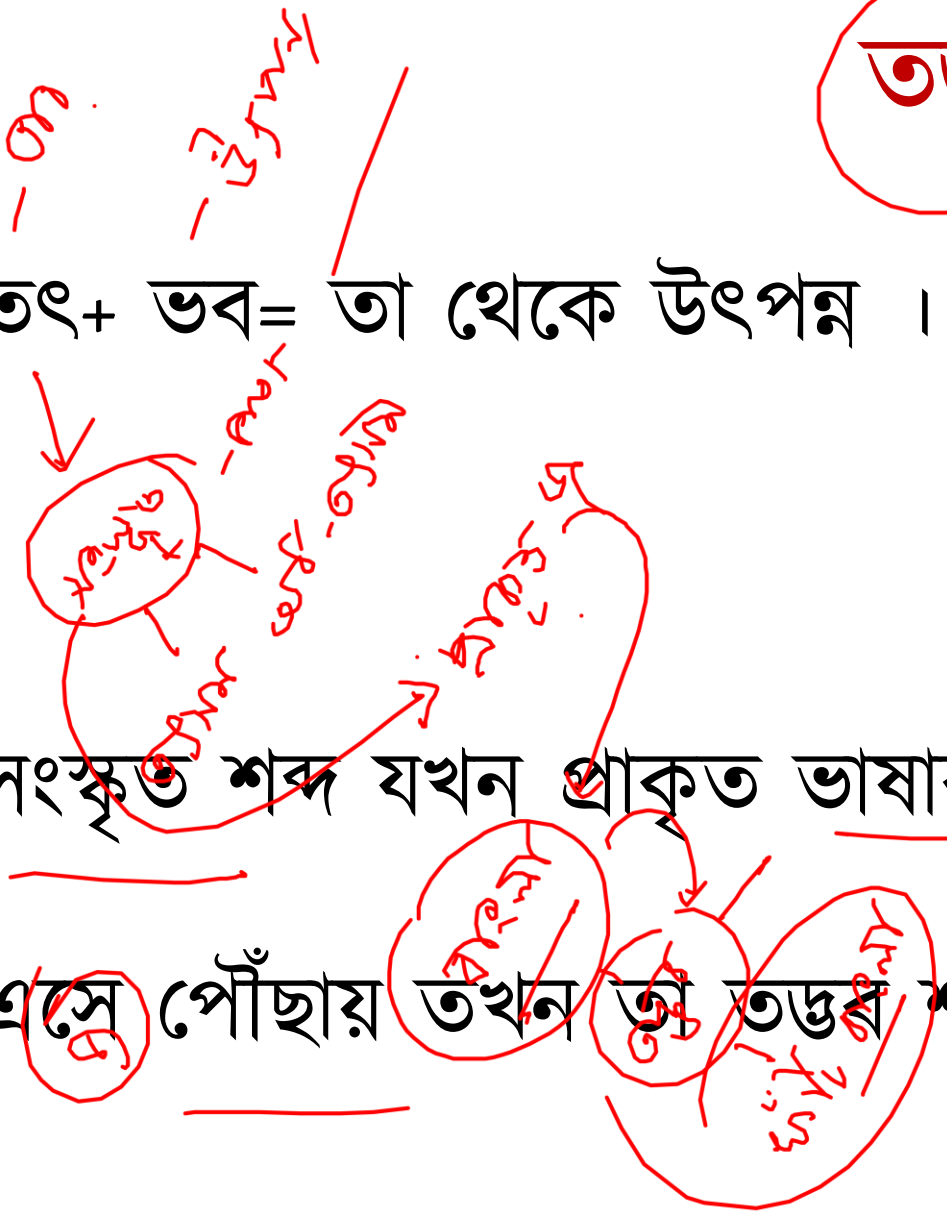

সংস্কৃত শব্দ যখন প্রাকৃত ভাষার ভেতর দিয়ে রুপ পালটে বাংলায় এসে পৌঁছায় তখন তা তদ্ভব শব্দ হিসেবে পরিগণিত হয়।

P2A

তদ্ভব শব্দ

প্রাকৃতজ শব্দ

এই শব্দগুলো বাংলা ভাষার মূল উপাদান

খাঁটি বাংলা শব্দ

(খাঁটি বাংলা শব্দ আর দেশি শব্দ এক নয়)

P2A

হস্ত

হস্থ

হাত

বংশী

বংসী

বাঁশি

চর্মকার

চম্মআর

চামার

মৎস

মচ্ছ

মাছ

তদ্ভব শব্দ

কর্মকার

কম্মআর

কামার

বধূ

বহূ

বউ

ভক্ত

ভত্ত

ভাত

কার্য

কজ্জ

কাজ

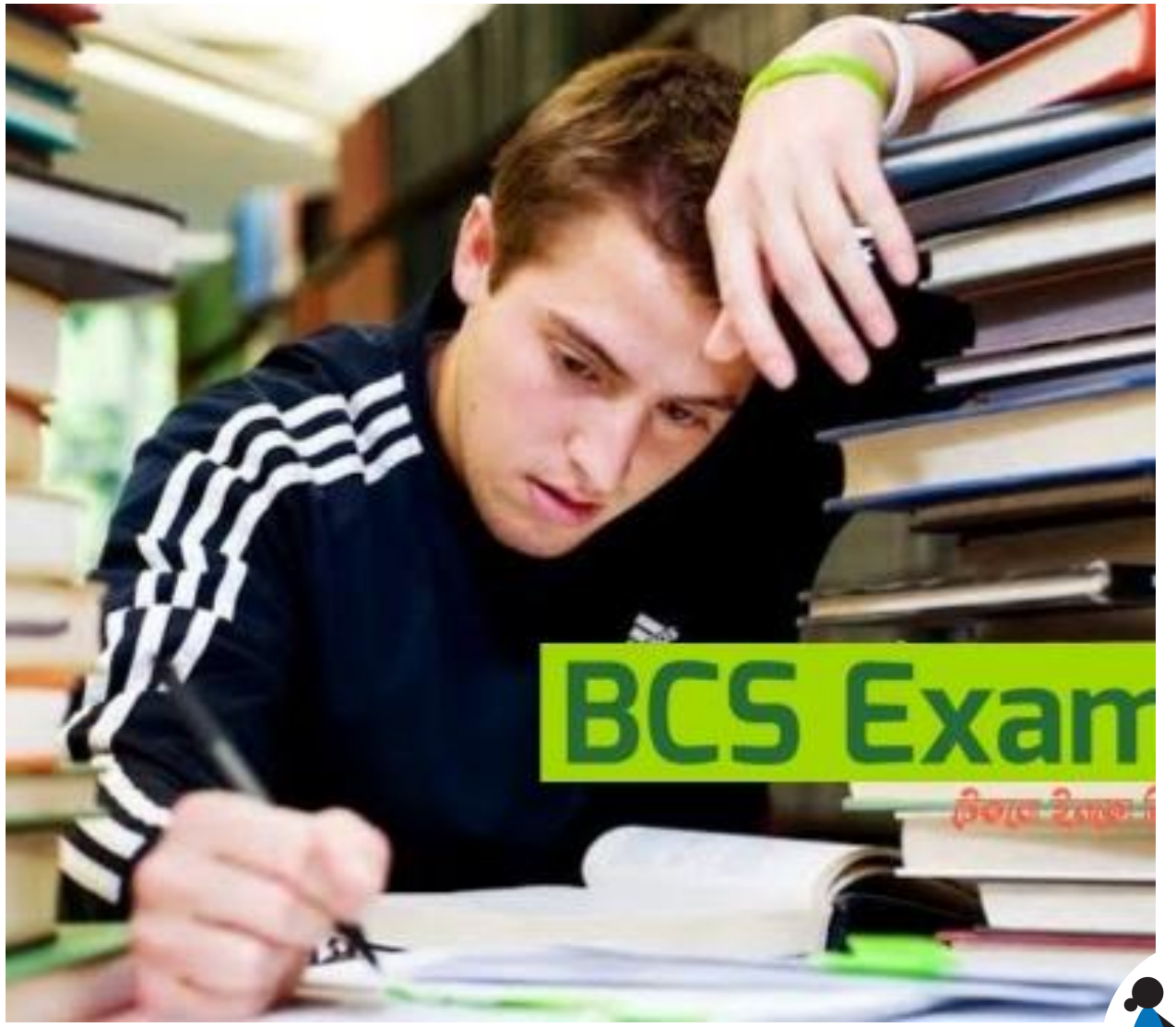

P2A

ভদ্র

ভল্ল

ভাল

ভ্রান্ত

ভুল্ল

ভুল

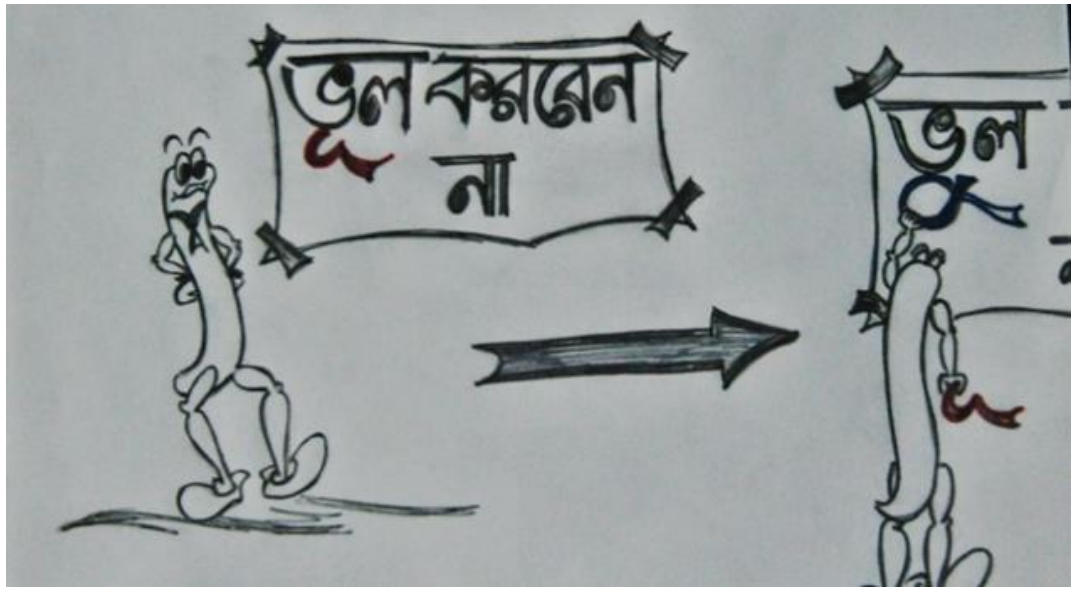

P2A

তদ্ভব শব্দ

তৎসম	প্রাকৃত	তদ্ভব	তৎসম	প্রাকৃত	তদ্ভব
হস্ত	হত্থ	হাত	ভক্ত	ভত্ত	ভাত
বংশী	বংসী	বাঁশি	কার্য	কজ্জ	কাজ
চর্মকার	চম্মআর	চামার	হস্তী	হত্থী	হাতি
মৎস	মচ্ছ	মাছ	মস্তক	মথঅ	মাথা
কর্মকার	কম্মআর	কামার	সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সাঁঝ
বধূ	বহূ	বউ	একাদশ	এগারহ	এগারো
ভ্রাতৃ	ভাইঅ	ভাই	দুগ্ধ	দুদ্ধ	দুধ

প্রশ্নোত্তর

নিচের কোনটি খাঁটি বাংলা শব্দ?

ক) তাম্র

খ) পক্ষী

গ) বাড়ি

ঘ) কুচ্ছিত

দেশি শব্দ

অনার্যমূল শব্দ গুলো দেশি শব্দ

দেশি শব্দ

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (কোল, মুণ্ডা, তামিল) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত হয়েছে।

এই শব্দ গুলোকেই **দেশি শব্দ** হিসেবে অভিহিত করা হয়।

P2A

দেশি শব্দ

কুড়ি- কোলভাষা

পেট- তামিল ভাষা

চুলা - মুণ্ডারী ভাষা

P2A

দেশি শব্দ

ডাব	কুলা
ঢেঁকি	ঢ্যাঁড়শ
ডাগর	ডাল
গঞ্জ	টোপর
ডিঙি	ঢোল

দেশি শব্দ

টিলা	ডাঙ্গা	ডাব
মুড়ি	ঢিল	রুটি
ডাব	ঢেঁকি	ডাগর
কুলা	চোঙ্গা	টোপর
গঞ্জ	উচ্ছে	থানকুনি
কদু, লাউ	জলপাই	জারুল
ঝিনুক	ডিগবাজি	দাবা
পোকা	ঝোল	মুলো, মই, যাতা, লাঠি, পেট

সতর্কতা: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে **গঞ্জ**-ফারসি শব্দ, **কুড়ি ও চুলা** তদ্ভব শব্দ, **ঝাড়ু, চোঙা, ঢেঁকি** হিন্দি শব্দ।

প্রশ্নোত্তর

নিচের কোনটি দেশি শব্দ?

ক) দধি

খ) গ্রাম

গ) সূর্য

ঘ) ঢোল

বিদেশি শব্দ

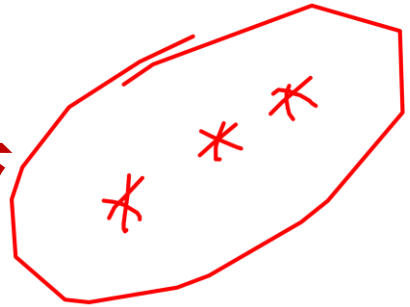

বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা অন্য ভাষাভাষীর মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের ভাষা থেকে যে সব শব্দ গ্রহণ করেছে, বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডারে অন্য ভাষার শব্দ গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় বিদেশি শব্দ।

বিদেশি শব্দ

আরবি শব্দ	ফারসি শব্দ
আল্লাহ্	খোদা
জান্নাত	বেহেশত
জাহান্নাম	দোজখ
সালাত	নামাজ
সিয়াম	রোজা

হজ, যাকাত, ইসলাম

P2A

আরবি শব্দ

ধর্ম সংক্রান্ত: আল্লাহ, ঈমান, ইসলাম, ওজু, কুরআন, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, হাদিস (ফারসি), তসবি জাকাত, হারাম, হালাল, তওবা, ইদ, কোরবানি।

প্রশাসনিক: আদালত, আলেম, ইনসান, উকিল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, কবুল, কিতাব, কেচ্ছা, খারিজ, মোক্তার, মুন্সেফ, রায় ইত্যাদি।

বিবিধ: গোসল, তারিখ, মহল্লা, আদমি, ছবি, খবর, নবাব, কাবাব, তুফান, নগদ, বাকি, মহকুমা ইত্যাদি।

মনে রাখুন: চীনা 'তাইফাং' থেকে জাপানি 'তাইফুন' থেকে আরবি 'টুফুন' থেকে ফারসি 'তুফান' থেকে বাংলায় 'তুফান'। আদি উৎস হবে চীনা, উৎস বললে আরবি। **অভিধানেও আরবি।**

P2A

ফারসি শব্দ

ফারসি উপসর্গ: বর, বদ, কম, না, বে, ব, নিম, ফি, দর, কার, যুক্ত সকল শব্দই ফারসি শব্দ।

যেমন- বরখাস্ত, বদনাম, কমজোর, বেআদব, বেতার, দরদালান।

ফারসি প্রত্যয় দ্বারা গঠিত শব্দ ফারসি শব্দ। যেমন-

কর/গর	দার	বাজ	বন্দি/বন্দ	সই
যাদুকর	জমিদার	বোমাবাজ	রাজবন্দি	জুতসই
কারিগর	তালুকদার	ধোঁকাবাজ	জবানবন্দি	চলনসই
সওদাগর	ঝাড়ুদার		কারাবন্দি	টেকসই

মনে রাখতে হবে: বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে আত্তীকৃত বিদেশি শব্দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে ফারসি ও ইংরেজি শব্দ।

ফারসি শব্দ মনে রাখার কৌশল

আইন সম্পর্কিত: আইন, মামলা (মুআমলাহ থেকে), গ্রেফতার (গিরিফতার থেকে) দরবার, দারোগা, চাপরাশি, নালিশ, পেয়াদা, কাজি, পেশকার, ফরিয়াদি, সালিশ।

বেচাকেনা: চশমা, তোশক, লুঙ্গি, কারখানা, কারিগর, বাজার, দোকান, হাজার, পাইকারী, খুচরা, রসিদ, আমদানি, রপ্তানি, হাজার, বকশিশ, আয়না (আইনাহ থেকে), কিনারা (কিনারাহ থেকে), দেওয়াল(দিওয়াল) থেকে।

বদমাশ: জানোয়ার, বদমাশ, রংবাজ, চাঁদাবাজ, রংমহল, রঙতামাশা, হাঙ্গামা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ব্যবহৃত ফারসি শব্দ: কামান, মজুরি, মজুরিআ, খরমুজা।

P2A

রঙ সম্পর্কিত শব্দ

নীল, ধূসর, হলুদ- তৎসম

আসমানি, বাদামি, লাল, সবুজ, গোলাপি, সফেদ,

সাদা- ফারসি শব্দ

কালো, বেগুনি, খয়েরি, ছাই, রুপালি, সোনালি-

বাংলা বা তদ্ভব

চকলেট- ~~ফরাসী~~

মেজেন্টা- ইতালি

কমলা- দেশি

বাবা মা সম্পর্কিত

বাবা -তুর্কি শব্দ

পিতা, মাতা, জনক, জননী -তৎসম শব্দ

বাপ, মা –বাংলা শব্দ

আব্বা, আব্বু –আরবি শব্দ

P2A

পোর্তুগিজ শব্দ

খাবার: আতা, আনারস, আচার, পেয়ারা, পেঁপে, পাউরুটি, পিরিচ, গামলা, সাবু।

ধর্ম: গির্জা, পাদ্রি, ক্রুশ, বাইবেল, যিশু, কফিন, ইংরেজ, ইংরেজি।

ঘর/আসবাব: বালতি, তোয়ালে, কামরা, পিস্তল, জানালা, কেদারা, গুদাম, আলমারি, চাবি, আলপিন।

তুর্কি শব্দ

সুনীতিকুমারের মতে বাংলা ৪০টির বেশি তুর্কি শব্দ হবে না।

কুর্নিশ, কাঁচি, কুলি, কোর্মা (কওউর্মা থেকে)

বাবা, বেগম ,বাহাদুর, বাবুর্চি

খান, খতুন, খোকা

বন্দুক, চাকু, তোপ, লাশ, মুচলেকা

উজবুক, উর্দু

আলখাল্লা (আল খালিক থেকে)

বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে **বারুদ, চাকর, দারোগা** ফারসি শব্দ।

P2A

ফরাসি শব্দ

আতাঁত

কার্তুজ, কুপন, কোলাজ, ক্যাফে, ক্যালেন্ডার

ডিপো, রেনেসাঁস,

রেস্তোরাঁ, চকলেট, দিনেমার

ওলন্দাজ শব্দ

ইস্কাপন

টেককা

তুরুপ

রুইতন

হরতন

সতর্কতা: অভিধান অনুসারে ‘টেক্কা’ দেশি আর ‘তুরুপ’ পোর্তুগিজ শব্দ।

P2A

গুজরাটি

খদ্দর, খাদি

হরতাল (৪৪ বিসিএস)

চরকা

পাঞ্জাবি

চাহিদা

শিখ

তরকা

চিনা

চা, চিনি, লিচু, সাম্পান

সতর্কতা: অভিধান অনুসারে চিনি ও লুচি সংস্কৃত শব্দ।

মায়ানমার (বার্মিজ)

লুঙ্গি, ফুঙ্গি, নাপ্পি

সতর্কতা: অভিধান অনুযায়ী

‘লুঙ্গি’ ফারসি শব্দ।

জাপানি

ক্যারাটে

জুডো

রিক্সা

হারিকিরি

হাসনাহেনা

সতর্কতা: অভিধান অনুসারে ‘হারিকেন’ স্প্যানিশ শব্দ আর ‘হাসনাহেনা’ বাংলা শব্দ।

হিন্দি

পানি, নানা

ফালতু

তাগড়া

কাহিনি

খানা

চামেলি

P2A

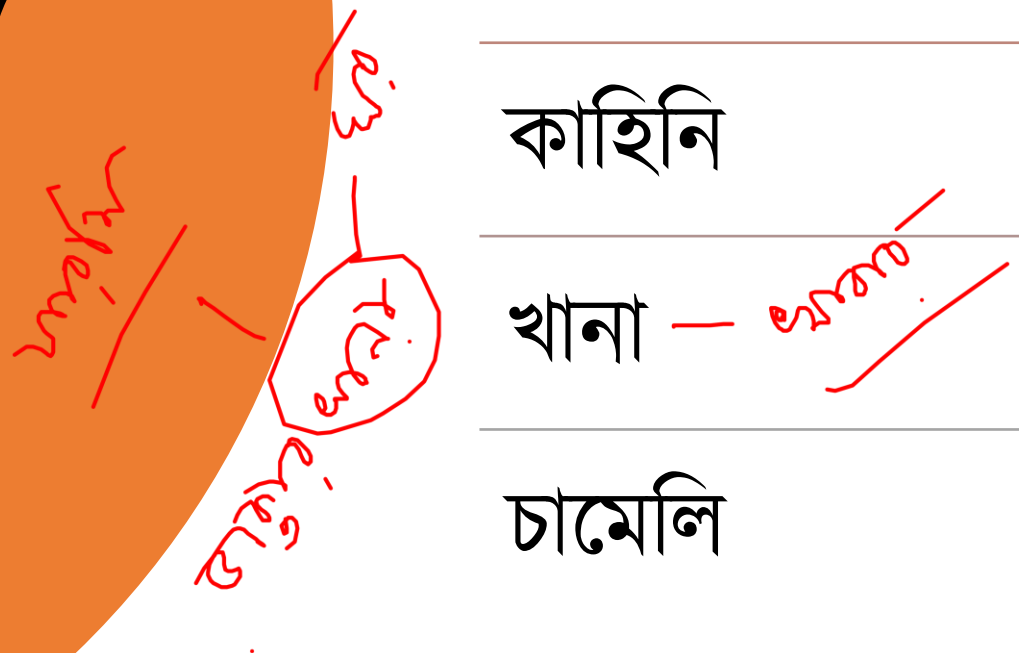

গ্রিক শব্দ

কেন্দ্র, দাম, সুড়ঙ্গ।

মনে রাখুন: গ্রিক ‘সুরিংকস’ থেকে সংস্কৃত সরঙ্গ/সুরঙ্গ থেকে বাংলা ‘সুড়ঙ্গ’ শব্দের উৎপত্তি।

‘দাম’ শব্দটি গ্রিক ‘দ্রাখমে’ থেকে সংস্কৃত ‘দ্রম্য’ তারপর বাংলায় ‘দাম’ হয়েছে।

P2A

দক্ষিন আফ্রিকা

জেব্রা

মালয়

কাকাতুয়া

কিরিচ

Amul
DARK
CHOCOLA
SNICKERS
MINIATURES
Cadbury
Dairy Milk
kinder
JOY
KitKat
ORIGINAL

চকোলেট

ফরাসি

মিশ্র শব্দ

রাজা - বাদশা

তৎসম + ফারসি

হেড - মৌলবি

ইংরেজি + আরবি

হাট - বাজার

বাংলা + ফারসি

P2A

মিশ্র শব্দ

হেড - পণ্ডিত

ইংরেজি + তৎসম

খ্রিষ্টাব্দ

ইংরেজি + তৎসম

ডাক্তার খানা

ইংরেজি + ফারসি

P2A

মিশ্র শব্দ

পকেটমার

ইংরেজি + বাংলা

P2A

মুন্ডমাল শব্দ

একাধিক শব্দে গঠিত পদগুচ্ছকে দ্রুত ব্যবহার করার জন্য প্রতিটি শব্দের প্রথম বর্ণ যোগ করে শব্দ গঠন করা হলে তাকে মুন্ডমাল শব্দ বলে ।

বাসস

ঢাবি

P2A

পারিভাষিক শব্দ

বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাব অনুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে।

Radio-বেতার

খণ্ডিত শব্দ

টেলিফোন- ফোন

কমলালেবু- কমলা

মাইক্রোফোন- মাইক

P2A

পারিভাষিক শব্দ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পরিভাষা (Terminology) বলে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কতকগুলো বিদেশি শব্দের সরাসরি কোনো প্রতিশব্দ নেই। ওই শব্দগুলোকে বোঝানোর জন্য যেসব বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে পারিভাষিক শব্দ (terminology) বলে।

- অম্লজান- Oxygen
- সমীকরণ- Equation
- সমাপ্তি- Final
- নথি- File

P2A

প্রশ্নোত্তর পর্ব

‘চর্মকার’ কী ধরণের শব্দ?

ক) তদ্ভব

খ) হিন্দি

গ) খাঁটি বাংলা

ঘ) তৎসম

প্রশ্নোত্তর পর্ব

‘বকলম’ শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে?

ক) আরবি

খ) ফারসি

গ) হিন্দি

ঘ) তুর্কি

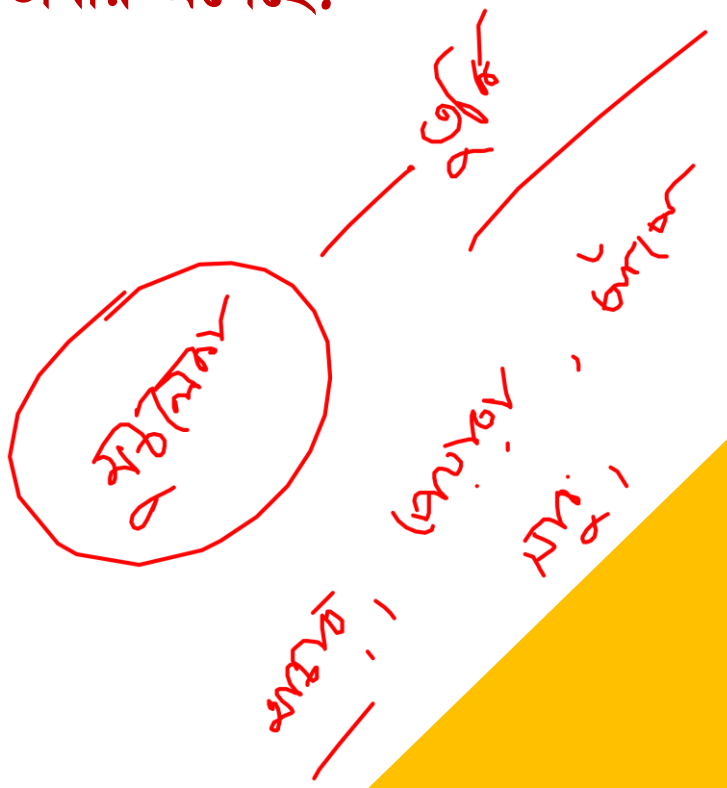

P2A

প্রশ্নোত্তর পর্ব

‘কাঁচি’ কোন ধরণের শব্দ?

ক) তদ্ভব

খ) ফারসি

গ) দেশি

ঘ) তুর্কি

প্রশ্নোত্তর পর্ব

‘রপ্তানি’ কোন ভাষার শব্দ?

ক) আরবি

খ) ফরাসি

গ) ফারসি

ঘ) দেশি

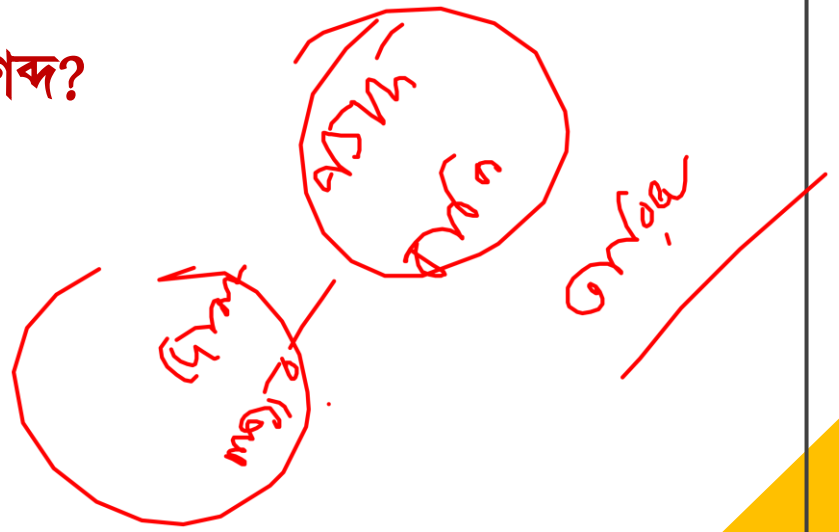

প্রশ্নোত্তর পর্ব

‘হাঙ্গামা’ কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?

ক) ফরাসি

খ) তৎসম

গ) আরবি

ঘ) ফারসি

প্রশ্নোত্তর পর্ব

‘সন্ধ্যা’ কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?

ক) তদ্ভব

খ) তৎসম

গ) ফারসি

ঘ) গুজরাটি

প্রদত্ত শব্দ	৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ	আধুনিক বাংলা অভিধান	প্রদত্ত শব্দ	প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ	আধুনিক বাংলা অভিধান
আইন	আরবি	ফারসি	সুড়ঙ্গ	গ্রিক	তৎসম
চিনি	চীনা	তদ্ভব	মার্কা	পোর্তুগিজ	ইংরেজি
টেক্কা	ওলন্দাজ	দেশি	লুঙ্গি	মায়ানমার / বর্মি	ফারসি
তুরুপ	ওলন্দাজ	পোর্তুগিজ	চৌ-হদ্দি	ফারসি + আরবি	বাংলা + ফারসি
কার্তুজ	ফরাসি	পোর্তুগিজ	চকোলেট	ম্যাক্সিকান	ফরাসি
বেগম	ফারসি	তুর্কি	চরকা	গুজরাটি	তদ্ভব
তারিখ	ফারসি	আরবি	পেয়ারা	মারাঠি	পোর্তুগিজ
আদমি	ফারসি	আরবি	বর্গি	মারাঠি	ফারসি
চাহিদা	পাঞ্জাবি	তদ্ভব	জঙ্গল	ফারসি	তৎসম
কুলা	দেশি	তদ্ভব	আতা	পোর্তুগিজ	তদ্ভব
গঞ্জ	দেশি	ফারসি	শরবত	ফারসি	আরবি
চোঙা	দেশি	হিন্দি	হুকুম	ফারসি	আরবি
ঢেঁকি	দেশি	হিন্দি	কানুন	ফারসি	আরবি
দারোগা	তুর্কি	ফারসি	বন্দুক	তুর্কি	আরবি

Thank You

ভিন্ন ভাষার শব্দ

কোনো ভাষারই চলে না শুধু নিজের শব্দে। দরকার পড়ে অন্য ভাষার শব্দ। কখনো ঋণ করতে হয় অন্য ভাষার শব্দ। কখনো অন্য ভাষার শব্দ জোর ক'রে ঢুকে পড়ে ভাষায়। জোর যার তারই তো সাম্রাজ্য। শুধু নিজের শব্দে চলে নি বাঙলা ভাষার। ঋণ করতে হয়েছে তাকে বিভাষি, অন্য ভাষার, শব্দ। আবার অনেক সময় প্রচণ্ড কোনো ভাষার শব্দ জোর ক'রে ঢুকেছে বাঙলা ভাষায়, যেমন ঢোকে বিদেশি সেনাবাহিনী। বাঙলায় প্রবেশ করেছে ফারসি শব্দ, ঢুকেছে আরবি শব্দ, ঢুকেছে পর্তুগিজ, ফরাশি, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার শব্দ। অনেক শব্দ বাঙলা ভাষা নিয়েছে আপন দরকারে, অনেক শব্দ নিয়েছে নিরুপায় হয়ে; প্রতাপশালী ওই সমস্ত শব্দকে প্রতিরোধ করতে পারে নি অসহায় বাঙলা ভাষা। অন্য ভাষার বহু শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে বাঙলা শব্দের সাথে। পণ্ডিত ছাড়া অন্যরা জানেও যে ওই শব্দগুলো বাঙলা নয়। আমিও ক-বছর আগে জানতাম না 'সবুজ' বাঙলা নয়। 'ফসল' বাঙলা নয়। 'জমি' বাঙলা নয়। 'ফিতা' বাঙলা নয়। বাঙলা নয় 'মাস্তুল', 'তামাক', 'পেয়ারা', 'আলকাতরা', 'পাঁজা','কাগজ','জাহাজ', 'কাঁচি', 'শবরি' আর 'তুফান'। এবং আরো বহু শব্দ।

বাঙলা ভাষায় প্রবেশ করেছে প্রধানত ফারসি ও ইংরেজি শব্দ। ফারসি ভাষার মধ্য দিয়ে ঢুকেছে কিছু তুর্কি ও বেশ কিছু আরবি শব্দ। ঢুকেছে কিছু পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ফরাশি শব্দ। অন্যান্য ভাষার শব্দও পাওয়া যায় গুটিকয়। তবে সবচেয়ে বেশি ঢুকেছে ফারসি ও ইংরেজি। ইংরেজি এখনো প্রবলভাবে ঢুকছে বাঙলায়।

বাঙলা ভাষায় ফারসি শব্দ প্রবেশের কারণ বাঙলাদেশে মুসলমান শাসন। তেরো শতক থেকে আঠারো শতকের শেষভাগ পর্যন্ত মুসলমানেরা শাসন করে বাঙলাদেশ। রাজভাষা ছিলো ফারসি। তাই প্রচুর ফারসি শব্দ, ও ফারসি শব্দকে আশ্রয় করে আরবি ও তুর্কি শব্দ অনুপ্রবেশ করে বাঙলা ভাষায়। বাঙলা ভাষায় আছে আড়াই হাজারের মতো ফারসি-আরবি-তুর্কি শব্দ। পুরোনো বাঙলায় কোনো ফারসি-আরবি শব্দ ছিলো না। কিন্তু মধ্যযুগের শুরুতেই বাঙলায় প্রবেশ করে ফারসি শব্দ। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" – কয়েকটি ফারসি শব্দ—কামান, মজুরি, মজুরিআ, খরমুজা—পাওয়া যায়। ষোলো শতক থেকে বাড়তে থাকে বাঙলা ভাষায় ফারসি শব্দের প্রতাপ; এবং আঠারো শতকে তা চরমরূপ লাভ করে। উনিশ শতকের প্রথমভাগেও বেশ প্রভাবশালী ছিলো ফারসি শব্দ। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "কলিকাতা কমলালয়"(১২৩০) গ্রন্থে খুব দুঃখ করেছিলেন বাঙলা ভাষায় ফারসি শব্দের আধিপত্যে। তিনি একটি তালিকা ক'রে দেখিয়েছিলেন যে ফারসি (ও আরবি) শব্দ কীভাবে সরিয়ে দিয়েছে তৎসম ও তদ্ভব বাঙলা শব্দকে। তাঁর তালিকায় দেখা যায় 'কল', 'কলম','কম','খরচ', 'খারাব', 'খুব'-এর মতো বহু শব্দ (এগুলোর বাঙলা 'যন্ত্র', 'লেখনী', 'অল্প', 'ব্যয়','মন্দ', 'উত্তম') অধিকার করেছে বাঙলা শব্দের স্থান।

'কিনারা' 'গ্রেফতার', 'দেয়াল', 'আয়না', 'মামলা' এসেছে ফারসি থেকে। 'কিনারা', ফারসিতে ছিলো 'কিনারাহ', 'গ্রেফতার' ফারসিতে ছিলো 'গিরিফতার','দেয়াল' ফারসিতে ছিল 'দিওয়াল', 'আয়না' ফারসিতে ছিলো 'আইনাহ্', 'মামলা' ফারসিতে ছিলো 'মুআমলাহ্'। আরো কতো ফারসি শব্দ একটুকু রূপ বদলে বাঙলা হয়ে গেছে।

‘কবুল’, ‘কলম’, ‘জৌলুস’, ‘তুফান’, ‘মরসিয়া’ এসেছে আরবি থেকে। বাঙলায় এদের উচ্চারণ বদলে গেছে। বাঙলা অক্ষরে শব্দগুলোর মূল আরবি রূপ দেখানো একটু কঠিন। ‘কবুল’ এসেছে আরবি ‘কবূল’ থেকে। ‘কলম’ এসেছে আরবি ‘কলম’ থেকে। আরবি ‘জুলুস’ থেকে এসেছে ‘জৌলুস’, আরবি ‘টুফুন’ থেকে এসেছে ‘তুফান’। ‘মরসিয়া’ শব্দটি আরবি থেকে ফারসি হয়ে বাঙলায় এসেছে। আরবিতে শব্দটি ছিলো ‘মরথিয়া’, ফারসিতে ও বাঙলায় ‘মরসিয়া’। ‘কলম’ শব্দটি মূলে ছিলো গ্রিক। তখন তার রূপ ছিলো ‘কলমোস’। আরবিতে হয় ‘কলম’। বাঙলায় ‘কলম’। ‘টুফুন’ আসলে চীনা শব্দ। চীনা ‘তাইফাং’ জাপানিতে হয় ‘তাইফুন’; আরবিতে হয় ‘টুফুন’, ফারসিতে হয় ‘তুফান’। বাঙলায় ‘তুফান’।

সুনীতিকুমার বলেছেন বাঙলায় তুর্কি শব্দ চল্লিশটির বেশি হবে না। ‘আলখাল্লা’, ‘কুলী’, ‘কোর্মা’, ‘খাতুন’, ‘বেগম’, ‘লাশ’ তুর্কি শব্দ। ‘আলখাল্লা’ তুর্কিতে ছিলো ‘আল খালিক’। ‘কুলী’ ছিলো ‘কুলি’, তখন তার অর্থ ছিলো ‘ক্রীতদাস’। ‘কোর্মা’ তুর্কিতে ছিলো ‘কওউর্মা’। ‘খাতুন’ ছিলো ‘খতুন’,’বেগম’ ছিলো ‘বেগুম’। ‘লাশ’ ছিলো ‘লাস’। কেমন আপন হয়ে গেছে এগুলো।

বাঙলা ভাষায় একশো থেকে একশো দশটির মতো আছে পর্তুগিজ শব্দ। আছে গুটিকয় ওলন্দাজ ও ফরাশি শব্দ। ইংরেজি শব্দের কোনো হিশেব-নিকেশ নেই। দিন দিন ইংরেজি শব্দ অনুপ্রবেশ করছে বাঙলায়। শুধু ঢুকছেই না; ইংরেজি শব্দ আমাদের বাধ্য করছে নতুন বাঙলা শব্দ তৈরি করতে, যাতে আরো ইংরেজি ভাব প্রকাশ করতে পারি বাঙলা শব্দে। বাঙলা ভাষায় ইংরেজি শব্দ কতো আছে, তা কেউ জানে না।

'আনারস', পিস্তল','ছায়া', 'কামরা', 'বালতি', 'পেঁপে' পর্তুগিজ শব্দ। 'আনারস' পর্তুগিজে ছিলো 'অননস'। 'পিস্তল' ছিলো 'পিস্তোল'। 'সায়া' (মেয়েদের পোশাক) পর্তুগিজে ছিলো 'সইঅ'। 'কামরা' ছিলো 'কমর'। 'বালতি' পর্তুগীজে ছিলো 'বলদে'। 'পেঁপে' ছিলো 'পপইঅ'।

ইংরেজি শব্দের কোনো হিশেব নেই। গুটিকয় ইংরেজি শব্দ তুলে দিচ্ছি। অফিস পালিশ কলেজ গবর্নমেন্ট হারিকেন ডজন শার্ট রোড ফটো কোর্ট চেয়ার আস্তাবল ইস্টিমার কেটলি লাট। বহু শব্দ বাঙলা ভাষায় গঠিত হয়েছে ইংরেজি শব্দের অনুসরণে। এমন কয়েকটি শব্দ : 'মন্ত্রীসভা' (কেবিনেট),'সভাপতি (চেয়ারম্যান),'পরমাণু' (অ্যাটম), 'ভূগোল' (জিওগ্রাফি), 'অণুবীক্ষণ' (মাইক্রোস্কোপ), 'দূরবীক্ষণ' (টেলিস্কোপ), 'ছায়াপথ' (মিল্কিওয়ে), বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিভার্সিটি) ' সিন্ধুঘোটক' (হিপোপটমাস), 'লোহিতসাগর' (রেডসি), 'উত্তমাশা অন্তরীপ' (কেপ অফ গুড হোফ), 'বাতিঘর' (লাইটহাউস), 'পাদপ্রদীপ' (ফুটলাইট), 'সংবাদপত্র' (নিউজপেপার)। এখন নিত্য নতুন শব্দ তৈরি হচ্ছে ইংরেজি শব্দের অনুসরণে। তাই বাঙলা ভাষা এখন ইংরেজির আত্মা খানিকটা বহন করে নিজের শরীরে।